A critical review of Freud's theory of Dreams

Dr. Sigmund Freud does not think that dreams can be satisfactorily explained by either the physiological stimulus or psychological theory. Hitherto dreams were believed to have a reference to future incidents. Dreams are prophetic in nature. This view is not also acceptable. Freud held that psychology was not astrology. If dreams are to be interpreted, causal determinism should be the guiding principle.

Freud has described dream as the "*guardian of sleep.*" Sleep may be threatened by outside noises or by internal dirturbances. Dream often successfully deals with outside disturbances by

weaving them into the texture of dream. When the alarm clock goes off, we may dream that some house is on fire and we are hearing the shrill whistle of the fire-engines. We may thus go on sleeping undisturbed. If the disturbance is internal and if we are conscious of this frustration, the unsatisfied impulse may obtain a fulfilment in dream. The separated lovers may dream of reunion. *Thus dreams try to guard our sleep.*

Freud maintains that *all drems are wish-fulfilments—direct or disguised.* The desires that remain unfulfilled in waking life or the desires that connot be satisfied in walking life get their fulfilment in dream. Desires are the materials of dream and dream is a device through which the desires are fulfilled. The *dreams of children* will substantiate this statemt. The child who wanted to go to the circus but was not allowed to do so, will go there in dreams. The child who wanted to have sweets but was not given any, will dream that he has been let loose in a confectioner's shop. In children's dreams, the unfulfilled desires are not repressed and they get direct fulfilment in dream. *Children's dreams are, therefore, direct fulfilments of unfulfilled and unrepressed desires.*

Some dreams in adult life may also be direct wish fulfilments. But most of the dreams of adults are not so simple. Adults may cherish some desires which cannot be directly fulfilled in the civilised society. Such desires are repressed into the unconscious region of the mind. These repressed desires always try to rise to the conscious surface of the mind. The desires which are repressed in this way are *immoral desires.* All these desires relate to *sex.* The sex wishes are often banned by the society. Therefore, they are not allowed adequate satisfaction in waking life. The sex desire are repressed and become unconscious. But these repressed sex desires do not lose their power. They force themselves into consciousness whenever they get any chance.

The repressed sex desires are not allowed to enter into the field of conciousness in their original form by the *Censor.* The part of the mind which keeps watch over these repressed unsocial desires and prevents them from entering into the field of consciousness has been called Censor by Freud. During sleep, the

Censor relaxes its watchfulness and so, the repressed unconscious sex-wishes *put on a disguise* and appear in the field of consciousness in the form of dream.

Hence, dreams possess two contents—manifest and latent. *The manifest content of a dream is the series of images that constitute the dream as it is dreamt.* The manifest content appears to be meaningless and incoherent. *The latent content comprises the ideas and impulses of which the dream is a disguised expression.* The manifest content is the disguised expression of the latent content. The latent content is the real meaning of the dream. *Dream is, thus, an indirect or disguised fulfilment of repressed unconscious desires.*)

Let us take an illustration from Freud's famous book "Inter-

৮। ফ্রয়েড-এর স্বপ্ন সম্পর্কিত মতবাদ (Freud's Theory of Dream) ঃ

স্বপ্ন সম্বন্ধে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)-এর মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এক নবযুগের দিক্‌চিহ্ন হিসাবে স্বীকৃত। ভবিষ্যদর্থক প্রাচীন স্বপ্নতত্ত্ব, জেমস-এর শারীরবৃত্তীয় স্বপ্নমত, ভুণ্ড্টের অনুষঙ্গভিত্তিক স্বপ্ন চিন্তাকে ফ্রয়েড তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'The Interpretation of Dream' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি 'স্বপ্ন' সম্বন্ধে আধুনিক বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাধারার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন, যা মনোবিজ্ঞানের জগতে এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করে। শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যায় বলা হয় স্বপ্ন হল নিদ্রাকালে বিবিধ উদ্দীপনায় দেহ ও মনের প্রতিক্রিয়া। ভবিষ্যদর্থক ব্যাখ্যায় স্বপ্নে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তার সঙ্গে অতীতের ঘটনার সম্পর্ক নেই বরং যিনি স্বপ্ন দেখছেন, ভবিষ্যতে তার জীবনে কি ঘটবে তারই ইঙ্গিত দেয়। ফ্রয়েড-এর মতে, মনোবিদ্যা অ-বিশ্লেষণাত্মক বিষয় নয়, জ্যোতিষশাস্ত্রও নয় ; স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে হবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। সব ঘটনারই পশ্চাতে কোন না কোন কারণ নিহিত এবং প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী ঘটনা পরবর্তী ঘটনাকে নির্ধারণ করে, এই যান্ত্রিক কারণবাদের শৃঙ্খলে স্বপ্নকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ফ্রয়েড-এর মতে, 'ইচ্ছাপূরণ হল স্বপ্নের প্রধান বৈশিষ্ট্য' (......."Wish fulfilment is the main characteristic of dream")। যে সব কামনা-বাসনা আমাদের মনে অবদমিত থাকে এবং বাস্তবে সেইসব ইচ্ছার পরিপূরণ হয় না, তখন স্বপ্নের মধ্যে সেগুলির পরিতৃপ্তি হয়। তাহলে স্বপ্ন হল অতৃপ্ত বাসনার পূরণ। জাগ্রত অবস্থায় যে সব কামনা পরিতৃপ্ত হয় নি, স্বপ্নে সেগুলি পূরণের সুযোগ ঘটে।

স্বপ্নের প্রেক্ষাপট শিশুদের ক্ষেত্রে একরকম, যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে আর এক রকম। শিশুদের স্বপ্নের ক্ষেত্রে তাদের অতৃপ্ত ইচ্ছা সাক্ষাৎভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করে। শিশুদের কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা নেই। তাদের কামনাগুলি খুবই সহজ সরলভাবে পরিতৃপ্তির সন্ধান করে। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরা যেমন তাদের কামনা-বাসনা অবদমিত করে রাখে, শিশুদের ক্ষেত্রে এরকম অবদমন নেই। শিশুর ইচ্ছাগুলি কোন ছদ্মবেশে আসংজ্ঞান স্তরে আসে না। তাদের অপূরিত বাসনা নির্জ্ঞান স্তরেও নিহিত থাকে না। শিশুদের সহজ, সরল ইচ্ছাগুলি স্বপ্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। Knight and Knight-এর 'Modern Introduction to Psychology' গ্রন্থটি অবলম্বন করে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, 'যে শিশুকে সার্কাস দেখতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে সে স্বপ্নে সার্কাস দেখতে যাবে।' যে শিশুর কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার সাধ আছে, স্বপ্নে সে বেড়াতে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে অনবদমিত কামনার সাক্ষাৎ পরিপূরণ (direct fulfilment of unrepressed desires) ঘটে। এরকম স্বপ্নের মাধ্যমে শিশুদের কামনা-বাসনার সাক্ষাৎ পূরণের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে তাদের অতৃপ্ত অবদমিত কামনা-বাসনা নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় নেয় এবং মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি নির্জ্ঞান স্তর থেকে উঠে এসে সংজ্ঞান স্তরে উদ্ভাসিত হয়ে পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে। তাই যখন "একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ভুরিভোজনের স্বপ্ন দেখেন, একজন বিয়োগকাতর প্রণয়ী পুনর্মিলনের স্বপ্ন দেখেন।" ফ্রয়েড-এর মতে, পরিণত বয়স্কদের অবদমিত গোপন কামনা-বাসনাগুলি সাধারণত যৌনধর্মী। স্বপ্নে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এই যৌন কামনার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। কোন এক রক্ষণশীল ধনী পরিবারের যুবতী একজন গরীব যুবককে ভালবেসেছিল। তারা মাঝেমাঝে দেখাও করত।

কিন্তু পিতামাতার চোখে পড়ায় যুবতীটির যুবকের সঙ্গে মেলামেশায় বাধা পড়ে। মেয়েটিকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। প্রায় রাত্রেই মেয়েটি স্বপ্নে দেখে যে সে যুবকটির সঙ্গে পার্কে হাঁটছে, নদীতটে ঘুরছে ইত্যাদি।

আসলে জেগে থাকার সময় সভ্য সমাজে আমাদের নীতিবোধ বা অধিশাস্তা (বিবেক) (Superego) অবদমিত কামনাগুলিকে সংজ্ঞানে প্রবেশ করতে দেয় না। অনেক যৌনঘটিত ইচ্ছা বা কামনা-বাসনা সভ্য সমাজে নিষিদ্ধ। শ্লীলতা-অশ্লীলতার সীমারেখা আজও সমাজে নির্ধারিত হয় নি। তবু রক্তমাংসের মানুষ মাঝেমাঝে উত্তেজনার বশে বন্য আনন্দে বশীভূত হতে চায়। কিন্তু এ ধরনের স্পৃহা অসামাজিক বলে চিহ্নিত। তখন এই কামজ স্পৃহা নৈতিকতার অনুশাসনে অবরুদ্ধ হয়ে নির্জ্ঞান মনের গোপনে কুঠুরীতে স্থান পায়। চেতন মন বাস্তব এবং সমাজের উপরে যা ঘটছে তারই প্রতিফলন ঘটে চেতনায়। চেতন বা সংজ্ঞানে নীতিবোধের প্রহরী বিবেক সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখে। যে মানসিক শক্তি অসামাজিক কামজ বাসনাকে অবদমন করে নির্জ্ঞানে অবরুদ্ধ রেখে প্রহরা দেয়, যাতে ওগুলি সংজ্ঞান স্তরে না আসতে পারে ; তাকে ফ্রয়েড বলেছেন 'মনের প্রহরী' বা 'Censor'। ঘুমের সময় মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেলে অর্থাৎ, Censor বোর্ড না থাকলে অবদমিত কামনাগুলি সংজ্ঞানে আসে এবং ইচ্ছাপূরণ করে অর্থাৎ, স্বপ্নের মাধ্যমে বাসনার পরিপূর্তি হয়। এ হল পরিণতদের অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তি (Direct fulfilment of repressed wishes)। তবে মনে রাখা দরকার নিদ্রার সময় বিবেকের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় কামজ ইচ্ছাগুলি সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। নিদ্রাকালেও বিবেক অর্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকে। তাই স্বপ্ন দেখার সময় অবদমিত বাসনা অবাধে বা মুক্ত হয়ে আদিম রূপে সরাসরি আসতে পারে না, তাকে আনতে হয় সাংকেতিক বা ছদ্ম উপায়ে।

স্বপ্নদ্রষ্টার ইচ্ছার পরোক্ষ পরিপূরণ সম্পর্কে ফ্রয়েড উল্লিখিত অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি উল্লেখ করা হচ্ছে। এতে বোঝা যাবে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বপ্ন কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জনৈক যুবক স্বপ্ন দেখল যে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সে অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে তার ঘন কালো চুল খড়ের রঙের মত হয়ে গেছে। ঘুম ভেঙে যাবার পর যুবকটি বলতে লাগল যে সে এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করে না যার চুল খড়ের রঙের মত। তাই তার চুলের রঙ এরকম হয় সে কখনও তা চায় না বা কামনাও করে না। মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা গেল যে, যুবকটি যে যুবতীটিকে ভালবেসেছিল, সে তার ভালবাসা অস্বীকার করে এমন আর এক যুবকের প্রেমে পড়ে যার চুল খড়ের রঙের মত। এই স্বপ্নটি যুবকের ইচ্ছার পরোক্ষ পরিপূরণ।

প্রতিটি স্বপ্নের দুটি রূপ আছে—একটি অব্যক্তরূপ, (Latent content), অন্যটি ব্যক্তরূপ (Manifest content)। স্বপ্নের অব্যক্ত রূপের মাধ্যমে নির্জ্ঞান বাসনার প্রকৃতি জানা যায়। স্বপ্নের অব্যক্ত অংশের সন্ধান না পাওয়া গেলে স্বপ্নের গূঢ় অর্থ বোঝা কঠিন। অবদমিত কামনা-বাসনার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে গেলে স্বপ্নের অব্যক্ত অংশকে বোঝা দরকার। অন্যদিকে স্বপ্নের ব্যক্তরূপ অসংলগ্ন, দুর্বোধ্য ও আজগুবি আমরা স্বপ্নে যা দেখি, সেই অবদমিত কামনা-বাসনার বিকৃত বা ছদ্মবেশ হল স্বপ্নের ব্যক্তরূপ। স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ অধিশাস্তা বা মনের প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েড প্রদত্ত একটি ঘটনা তুলে দেওয়া হল (Interpretation of Dreams, P. 129) ঃ— এক অবিবাহিতা যুবতী স্বপ্ন দেখল যে তার বড় বোনের দ্বিতীয় ছেলের মৃত্যু হয়েছে। যুবতীটি তার বোনের ছেলেকে খুবই স্নেহ করত,

তাই তার মৃত্যু তার কাছে কখনই কাম্য ছিল না। যুবতীটি হতচকিত হয়ে স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করার জন্য ফ্রয়েড-এর কাছে যান। ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের দ্বারা ঐ স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করে স্বপ্নটির অব্যক্তরূপ উন্মোচন করেন। তথ্যটি এরূপ দাঁড়ায়—যুবতীটি তার বড় বোনের বাড়িতেই থাকত। সেখানে থাকার সময় এক যুবকের সঙ্গে সে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোন কারণে তাদের বিয়ে হয়নি। যুবকটিও নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার জন্য যুবতীটির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কম হত। যুবতীটির বোনের বড় ছেলে যখন মারা যায়, তখন ঐ যুবক ঐ বাড়িতে শোক সমবেদনা জানাতে এসেছিল। যুবতীটির নির্জ্ঞান স্তরে এরকম ধারণা জন্মেছিল যে দ্বিতীয় ছেলেটির যদি মৃত্যু হয় তাহলে সম্ভবত ঐ যুবক শোক জ্ঞাপন করতে ঐ বাড়িতে আসবে এবং তাকে দেখার আবার সুযোগ পাওয়া যাবে। বস্তুত যুবতীটির তার প্রণয়ীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে দিদির দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যুর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।

উপরের যে স্বপ্ন দৃষ্টান্ত, তা ফ্রয়েডীয় মত আপসরক্ষামূলক। এক্ষেত্রে একদিকে অবদমিত ইচ্ছার সংজ্ঞানে প্রকাশের চেষ্টা, অন্যদিকে নীতিনিষ্ঠ প্রহরী বিবেকের বাধাদান—এ দুই এর মধ্যে আপস হিসাবে স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ ছদ্মরূপে পরোক্ষ তৃপ্তি লাভ করে। স্বপ্নের অব্যক্ত অংশের এই ক্রিয়াকে বলা হয় স্বপ্নকৃতি (dream-work)।

□ স্বপ্নকৃতির কৌশল (Dream mechanism) ঃ